অণাভ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ আবৃত্তির একাল ও সেকাল

সাক্ষাৎকার বণ দাস

অণাভ গাঙ্গুলীর জন্ম ১৯৫০ এর ১৯ অক্টোবর, বুধবার বেনারসে। ইংরাজী সাহিত্যে স্নাতক।

বাবা অনন্ত গাঙ্গুলী ও মা মাধবীদেবীর উৎসাহে এবং বন্ধু অভিনেতা নীলকান্ত সেনগুপ্তের সাহচর্যে আবৃত্তি শিল্পে প্রবেশ। ১৯৬৮ সালের ১২ আগষ্ট স্টুডেন্টস হলে কাজী সব্যসাচীর সঙ্গে আলাপ--বাচিক শিল্পের সঙ্গে গাঁটছাড়া বন্ধন। আবৃত্তি শিখেছেন কাজী সব্যসাচীর কাছে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছিলেন নাটকের তালিম। নাটক নিয়ে এম. এ. পড়ার সময় শম্ভু মিত্র, কুমার রায়, দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও গনেশ মুখোপাধ্যায-এর সান্নিধ্য পেয়েছেন কিছুদিন। কাজী সব্যসাচী আবৃত্তির প্রয়োগ নৈপুণ্যে অণাভকে সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন। কবি পরিবারের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল নিগূঢ় সম্পর্ক।

মঞ্চ সফল আবৃত্তিকার হিসাবে অণাভ গাঙ্গুলী চলে এসেছিলেন প্রথম সারিতে। স্ত্রী অপর্ণা ও মেয়ে অনিন্দিতাকে নিয়ে অ াবৃত্তির রূপ রীতি নিয়ে নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলেছিলেন 'একটি সাংস্কৃতিক পরিবার'। বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহর কলকাতা ও বাংলার বাইরে সর্বত্রই তাঁর মুগ্ধ শ্রোতার সংখ্যা বাড়তে থাকে। অণাভর জলদগম্ভীর কণ্ঠ ও নিখুঁত উচচারণ তাঁকে আলাদা করে চিনিয়ে দিয়েছে। স্মৃতি থেকে কবিতা বলা ও উচচারণের জন্য অনুশীলনের প্রয়ে াজনীয়তার উপর গুত্ব দিতেন।

শ্রুতিনাটকে অণাভ-অপর্ণা জুটি আদৃত ও জনপ্রিয় হয় বেতার নাটক ও বেতারে বিজ্ঞাপনদাতা দ্বারা অনুষ্ঠান পরিচালন ার জন্য। বাংলা ছাড়াও হিন্দী, উর্দু, নেপালি ও উড়িয়া ভাষায় তিনি বেতার বিজ্ঞাপনেও সমান দক্ষ ছিলেন। পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মান। 'নজল অ্যাকাডেমি পুরস্কার', 'কাজী সব্যসাচী পুরস্কার', 'তুলি পুরস্কার' উল্লেখযোগ্য। কাজী সব্যসাচীর মৃত্যুর পর বাচিক শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন 'কাজী সব্যসাচী মেমোরিয়াল'। বাচিক শিল্পী সংসদ-এর তিনি ছিলেন অন্যতম সহ সভাপতি।

বেতার ও দূরদর্শনের খ্যাতনামা আবৃত্তিশিল্পী প্রথমবার বাংলাদেশে অনুষ্ঠান করতে যান ১৯৮৪ এর জুন মাসে। বাংল াদেশে টিভির জাতীয় সম্প্রচারে আবৃত্তি করে বহু প্রশংসা পান এই সময়ে। দ্বিতীয়বার ঢাকায় যান জানুয়ারী ২০০২-এ কবিতা উৎসবে। তৃতীয়বার নজল জয়ন্তীতে যোগ দিতে যান চট্টগ্রাম-এ ২৪ মে ২০০২-এ।

৩১ মে রাত ৮টা ১৫ মিনিটে চট্টগ্রামে একটি আবৃত্তি কর্মশালায় বক্তব্য রেখে ঢাকা ফেরার পথে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন।
বর্তমান দশকে আবৃত্তির আসরে জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে অণাভ গঙ্গোপাধ্যায় একটি ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। নিরলস সংগ্রাম ও আবৃত্তিতে অণাভ গঙ্গোপাধ্যায় নজল কবিতা আবৃত্তিতে স্বকীয়তার প্রমাণ দিয়েছেন।
দূর থেকে তাঁকে রাশভারী ও গম্ভীর প্রকৃতির মনে হলেও কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয়ের পর মনে হবে এমন প্রাণখোলা আর বন্ধুপ্রিয় লোক বড় একটা দেখা যায় না। যে ব্যক্তি স্টেজে দাঁড়িয়ে 'বিদ্রোহী' আবৃত্তির সময় অসাধারণ হয়ে ওঠেন, তিনিই

আবার স্টেজের বাইরে এত সাধারণ--ভাবা যায় না। চরিত্রের এই বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যের জন্যই অণাভ গঙ্গোপাধ্যায় অসাধারণ। স্ত্রী অপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায় বিজ্ঞাপনের সংসার নিয়ে ব্যস্ত।

"দিগন্তবলয়" পত্রিকার তরফ থেকে নজল কবিতা আবৃত্তির অতীত ও বর্তমান পরিবেশ প্রসঙ্গে আবৃত্তিশিল্পীর কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। সঙ্গে টেপ সহ ছিলেন পত্রিকার জনসংযোগ অধিকর্তা তথা আবৃত্তিকার সবুজ ঘোষ।

প্রশ্ন ঃ অতীতের তুলনায় বর্তমানে নজল কবিতা আবৃত্তিতে কোন পরীক্ষামূলক পরিবর্তন হয়েছে কিনা?

উ ঃ পরীক্ষামূলক পরিবর্তন তো হয়েছে। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটা গন্ডীর মধ্যেই সীমিত আছে। যারা নজল কবিতা করে আসছেন, এখনো করছেন--তারা নজল কবিতা নিয়ে কিছু ভাবেন বলে মনে করি। যদি না ভাবেন বুঝবো দায়সারা কাজ করছেন। কিছু কিছু প্রথিতযশা আবৃত্তিকার আছেন--যাঁরা নজল নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন, তাঁরা সংখ্যায় খুব কম। আর কিছু কিছু রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তিকার আছেন--তাঁরা মাঝে মাঝে আসেন হঠাৎ নজল কবিতা করতে; কিন্তু নজল কবিতা বুঝে উঠবার আগে, তাঁরা কবিতা করছি আমি এই সুবাদে একটা আবৃত্তি করেন নজল কবিতা। সেটা ঠিক নজল কবিতা হয়ে দাঁড়ায় না। সেখানটায় খানিকটা খাম্‌তি রয়েছে। তাছাড়া নজল কবিতার যে একটা চল বা কদর রয়ে আসছে বা এসে গেছে--সেটা আমার শু সব্যসাচীর আমল থেকে। তারপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেটুকু হয়েছে তাকে ম্যাক্সিমাম রীডার করে, তাতে নিজেদের অল্প কিছু যোগান দিয়ে এই পর্যায়ে কবিতা চলে আসছে। তাকে মেলে রাখতেই হচ্ছে, তার ইনফ্লুয়েন্স ছেড়ে আমরা কেউ কিছুতেই বেতে পারছি না।

প্র ঃ তুলনামূলকভাবে বর্তমানে নজল কবিতা আবৃত্তির অবনতি হয়েছে, না উন্নতি হয়েছে?

উ ঃ অবশ্যই উন্নতি হয়েছে। কারণ আমি আগের থেকে অনেক বেশী টাকা রোজগার করছি।

প্র ঃ অতীতের তুলনায় বর্তমানে আর পাঁচরকম কবিতার সঙ্গে নজল কবিতার জনপ্রিয়তা বেড়েছে না কমেছে?

উ ঃ অবশ্যই বেড়েছে। এই তো একটা ক্ষেপ মেরে এলাম অনন্যা সিনেমা হলে। গোপালবাবু আমার সঙ্গে বাজালেন, চাঁদুবাবু বাজালেন, অমর বাঁশী বাজাল; চুটিয়ে প্রোগ্রাম করলাম। এবং তাঁরা রিকোয়েস্ট করলেন এমন কিছু কবিতা--যেগুলো সচরাচর লিসেনাররা রিকোয়েস্ট করেন না। তার মানেই বোঝা গেল যে, নজল কবিতার শুধু যে চল আছে--তাই নয়, নজল কবিতা নিয়ে শ্রোতারা ভাবনাচিন্তা করেন। ভালালাগা ব্যাপারটা তাঁদের আত্মারই অজান্তে তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করে গেছে।

প্র ঃ নজল কবিতা ও আধুনিক কবিতা একই আবৃত্তিকারের দ্বারা যখন পরিবেশিত হয়, তখন শ্রোতাদের সমর্থন কোন জাতীয় কবিতা বেশী পায়?

উ ঃ অবশ্যই স্পিরিচ্যুয়াল কবিতা।

প্র ঃ বর্তমানে কার কবিতা শ্রোতারা বেশী পছন্দ করেন--নজল না রবীন্দ্র?

উ ঃ এক্ষেত্রে আমি শ্রোতাদের দু'ভাগে ভাগ করতে চাই। আমার মনে হয় আমাদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং আমাদের গঠন শোনা শ্রোতাদের যে গঠন শ্রুতির যে গঠন, সেটা যদি পাবলিক স্টেজে রবীন্দ্র কবিতা খুব যে একটা পপুলার--আমার মনে হয় না। কিন্তু প্রথিতযশা কিছু আবৃত্তিকারের ক্ষেত্রে অনেক সময় শ্রোতারা দায়বদ্ধভাবে কিছু শুনে থাকেন। কিন্তু কোন অপরিচিত শিল্পীর ক্ষেত্রে নজল বা সুকান্তের কবিতা--যদিও আপনার জিজ্ঞাস্য সুকান্তের কবিতা সম্বন্ধে নয়, তবুও বলি--নজল বা সুকান্তর কবিতা কোন আবৃত্তিকারের কাছে যে কোন পাবলিক স্টেজের শ্রোতারা অর্থাৎ খোলা মাঠের শ্রোতারা আশা করেন। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু নির্দিষ্ট কবিতা আছে, যেমন ধন 'আফ্রিকা', ওরা কাজ করে',--এধরনের কিছু কিছু কবিতা রিকোয়েস্ট করেন। আর কিছু কিছু শ্রোতা আছেন যারা জানেন যে এই ধরনের একটা কবিতা আছে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। একজন শিল্পীকে অনুরোধ করলে তাঁর কাছাকাছিও যাওয়া গেল আর 'কবিতাটা আমি জানি' সেটাও প্রমাণ করা গেল; সেই সুবাদে কিছু কিছু বলে থাকেন--যেমন 'বাঁশী', 'সাধারণ মেয়ে' কিন্তু তখন চিন্তাই করেন না মেল আবৃত্তিকারের পক্ষে 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটা করা কত দুরূহ ব্যাপার। সেক্ষেত্রে তাঁরা এটা করে বসেন, বিভিন্ন ধরনের শ্রোতা হিসাবে এটাতো 'রাইট' আছে; আমরা কিছু শুনব।

প্র ঃ আবৃত্তি করেন কেন? কেন আবৃত্তিকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেল্লেন?

উ ঃ ভাল লাগে। এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ভালবাসা, এটা প্রেম--ঐকান্তিক প্রেম। যে প্রেমের সঙ্গে সাধারণ প্রেমের তুলনাই হয় না। এটা পেলে সবকিছু ভুলতে রাজী আছি। কিছু স্বার্থের বিনিময়ে কবিতাকে যদি নিজের প্রেয়সী করে নিতে পারি--এর থেকে ভালকরে পাওয়া, ভাললাগা আর কিছু থাকতে পারে না আমার কাছে।
প্র ঃ আবৃত্তি করে কি কোন আনন্দ বা তৃপ্তি অনুভব করেন?
উ ঃ ডেফিনিট্‌লি ইয়েস।
প্র ঃ অতীতের তুলনায় আবৃত্তির প্রসার বেড়েছে বলে মনে করেন?
উ ঃ অবশ্যই। বিশেষ করে কবিতার আসরগুলো যে রেটে হচ্ছে--তাতে মনে হতে পারে কবিতার প্রসার, প্রগতি।
প্র ঃ রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে নজলকে বেছে নিলেন কেন? এর পিছনে কি কোন বিশেষ মনোভাব কাজ করেছে?
উ ঃ এই ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি আমার গুদেব সব্যসাচীর কাছে যখন যে অবস্থায় গেছি--তখন কবিতার ব্যাপারটা স ম্পর্কে আমার কোন সম্যক স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। আমি চলে গেছি, ওঁনাকে (সব্যসাচীকে) দেখছি, নজল পরিবারে জ্যেষ্ঠ পুত্র। উনি ঠিক জ্যেষ্ঠ নন। তবুও আমি যখন গেছি--তখন তাঁকেই জ্যেষ্ঠ ধরে নেয়া যাবে। কারণ বুলবুল ওঁর অনেক অ াগেই মারা গেছেন। ওঁকে দেখেছি নজল কবিতা ওঁর মুখে দাণ ভাল লাগে। রবীন্দ্র কবিতাও ওঁর মুখে ভাল লাগত। ত ারপর শুনতে শুনতে এমন একটা জায়গায় চলে গেছি--তখন মনে হয় নজলের কবিতা যেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক প্র াণের মনে হয়; অন্তত আমার কাছে। কারণ সকলের 'ইডিওলজি' তো সমান নয়। নজলের কবিতা পড়তে খাটা-খাটুনিও একটু বেশী আর সেধরনের খাটা-খাটুনি করে তৃপ্তিও পাওয়া যায়। আর প্রথমে যখন নেমেছিলাম-- তখন খুচরো হাততা লির মোহে, সকলে যেমন পায়। এখন দেখছি অনেক বেশী রেসপন্‌সিবিলিটি আছে।
প্র ঃ কবে থেকে আবৃত্তি শু করেন?
উ ঃ দ্যাট ওয়াজ নাইন্টিন সিক্সটি এইট, টুয়েলভ আগষ্ট, অ্যাট স্টুডেন্টস হল।
প্র ঃ আপনি কি মনে করেন আবৃত্তিই আপনার জীবনে সার্থকতা এনে দেবে?
উ ঃ এনে দিয়েছে, দেবে কি? আমি শুধু আমার গলাবাজি করে একটি কমার্সিয়াল স্টুডিও করেছি। আমার বাবা আমাকে ফিনান্স করেননি, ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিইনি। একজন আবৃত্তিকারের পক্ষে এটা শ্রেষ্ঠ পাওয়া বলেই মনে করি। আমি আমার রোজগার থেকে অন্যকে কিছু শেয়ার করে দিতে পারি। মাসের শেষে আঠেরটা তরতাজা মুখ হা করে থাকেন। এটা আম ার বিরাট আনন্দ, বিরাট পাওয়া। কে কার ক্ষেত্রে, কবিতার ক্ষেত্রে কতটা সাক্‌সেসফুল জানিনা। আমি আমার কবিতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাক্‌সেসফুল। আমার অধীনে বলব না আঠেরটা লোক কাজ করে, তবে আমার কাজের সঙ্গে জড়িত অ াঠেরটা লোক। তারা আমার গলাটার উপর নির্ভর করে আমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে। এটাকে কি একটা বিরাট পাওয়া বলে মনে করেন না?
প্র ঃ সমকালীন আবৃত্তিকারের সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?
উ ঃ সমকালীন আবৃত্তিকার যাঁরা আছেন--প্রত্যেকেই ভাল করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা প্রত্যেকেই আমার শ্রদ্ধার। অ ার আমার সমবয়সী যারা প্রত্যেকেই আমার বন্ধু। সকলেই ভাল করেন। ভাল করাটা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ কম্পিটিশনটা থাকে না। নাহলে কোন এক শিল্পের মত কোন পার্কের এক কোণায় ব্যক্তিগত শিল্পে পরিণত হয়।
প্র ঃ কোন আবৃত্তি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন কি?
উ ঃ না। আমি মনে করি, লোক ঠকাব--যদি কোন সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে নিজেকে 'মাষ্টারমশাই' বলে প্রতিপন্ন করতে হয়। কারণ যাঁরা করে গেছেন, যাঁরা মাত্র কবিতা নিয়ে থাকেন--এমন প্রত্যয় নিয়ে কবিতা শিল্পের সঙ্গে যে লোকগুলো অ াসেন--খুবই সীমিত। সাময়িক হাততালির মোহে কিছু লোক আসেন। কিছু তরতাজা ঝক্‌ঝকে তণ-তণী আসেন--যারা কবিতা করবেন। তারা ভেবে দেখেন না যে কবিতা নিয়ে কতবছর পাড়ি দিতে পারেন। মেয়েদের ক্ষেত্রে কবিতার শেষ, ত াদের জীবনের শু। অর্থাৎ হেঁসেলে চলে গেলেন, খুন্তি নাড়লেন--তারপর পুতুল খেললেন, নানারকমের ব্যাপার। কবিত ার ক্ষেত্রে আমরা--যারা পুষেরা আছি--তারা কবিতাকে নিয়েই বেঁচে থাকব--এই মনোবৃত্তি বা মনোভাব নিয়ে আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছি; হাতে গুনে বলা যায়। ধন ম্যাক্সিমাম আমি ছাড়া বোধহয় প্রত্যেকেই কবিতা ছাড়াও আর একট া কিছু করেন। কোন এক সরকারী দপ্তরে কাজ করেন বা কোন এক কলেজের অধ্যাপক। কিন্তু আমি শুধু কবিতাকে নিয়েই

আছি। এবং আমার গলাটাকে ভাঙিয়েই কিছু কমার্সিয়াল প্রোগ্রামের লাইন আসে। তাঁদের পারপাসগুলো সার্ভ করি। তাঁরা আমার গুদেবকে চিন্তা করেই আমার কাছে আসেন। তাঁর স্টাইলটা, তাঁর স্কুলিংটা, স্কানিংটা তাঁর স্কেলিং, স্কানিংটা তাদের কাছে যোগান দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়; আমি চেষ্টা করি মাত্র। এতে আমি আনন্দ পাই।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com